গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন
(Political Party and Election in Democracy)

ইউনিট ৭

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের আবশ্যকীয় একটি প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন নীতি ও আদর্শ দ্বরা পরিচালিত হয়। এ দলগুলো জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং নীতি-নির্ধারণ করে জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার পরিচালনা করে থাকে। তবে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ও সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অত্যাবশ্যক। এ ধরনের নির্বাচন কেবল দক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দিয়েই সম্ভব নয়। সে জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল ও জনগণের ইচ্ছা অত্যন্ত জরুরি। এ ইউনিটে মূলত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নির্বাচন ও বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৭.১ রাজনৈতিক দল (Political Party)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- কোন সংগঠন রাজনৈতিক দল আর কোনটি নয় তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নীতি-আর্দশ, কর্মসূচি, সাংবিধানিক, ইশতেহার, স্থানীয়-জাতীয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতি

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম। এটি মূলত এক দল জনসমষ্টি যারা নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শ এবং লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ। রাজনৈতিক দল মূলত জনগণের দাবি দাওয়া প্রকাশের প্লাটফর্ম। জাতি ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ, শ্রেণি পেশা নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠী কোন রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা এবং নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশের মধ্য দিয়ে জনগণকে আকর্ষণ করা। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। তবে যে সব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই সে সব রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলও নেই। যেমন সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, কাতার এ রাজতন্ত্র বিদ্যমান। তাই এসব দেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ। রাজপরিবার ও পরিষদই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া সামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ থাকে। তবে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে রাজনৈতিক দল সৃষ্টির প্রবণতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হচ্ছে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

হ্যারল্ড লাসওয়েল এর মতানুসারে- "রাজনৈতিক দল হল এমন একটি সংগঠন যা নির্বাচনে কর্মসূচী স্থিও কওে এবং প্রার্থী দাঁড় করায়।"

অধ্যাপক এলান আর বল বলেন "যখন কোন জনসংগঠন এককভাবে বা অন্যান্য দলের সঙ্গে একযোগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে এবং তা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে"।

অর্থাৎ রাজনৈতিক দল হল একটি সংগঠন যা কোন নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচির মাধমে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে এবং সরকার গঠন করতে পারে। যেমন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টি ইত্যাদি।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক দলের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

(১) সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি: সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি রাজনৈতিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ, লিঙ্গের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও লক্ষ্য করা যায়।

(২) নির্দিষ্ট নীতি ও আর্দশ: প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলেরই নির্দিষ্ট কিছু নীতি ও আদর্শ থাকে। এ নীতি ও আর্দশের ভিত্তিতেই জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা লাভ করলে দলটি তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়। যেমন জার্মানির গ্রীন পার্টি, পরিবেশ সংরক্ষণই এ রাজনৈতিক দলের মূল উদ্দেশ্য।

(৩) সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা লাভ: বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা লাভের কোন বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোও সেভাবে তাদের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। কোন একটি দলের পক্ষে এককভাবে ক্ষমতা লাভ সম্ভব না হলে জোটগতভাবে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে।

(৪) সাংগঠনিক কাঠামো: রাজনৈতিক দল একটি সংগঠন। তাই এটি পরিচালনার জন্য লিখিত নিয়মকানুন (গঠনতন্ত্র) থাকে। যার ভিত্তিতে একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। আদর্শ রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামো গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়।

(৫) স্থানীয় ও জাতীয় অবস্থান: রাজনৈতিক দল স্থানীয়, জাতীয় বা উভয় অবস্থানেই কার্যক্রম পরিচালনা করে। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোতে অনেক স্থানীয় রাজনৈতিক দল দেখা যায়। যেমন ভারতের সমাজবাদী দল কেবল দক্ষিণ ভারতে সক্রিয়।

অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট নীতি-আর্দশ ও কর্মসূচি থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমের উপর একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ও ইতিবাচক রাজনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। মোদ্দাকথা রাজনৈতিক দল ইচ্ছে করলে একটি দেশের প্রভূত উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাজনৈতিক দলের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজস্ব নীতি-আর্দশ দ্বারা কর্মসূচি পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দল একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি যারা সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে রাজনৈকি দলগুলোর আর্দশভিত্তিক কার্যক্রম বেশ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। "রাজনৈতিক দল এমন একটি সংগঠন যা নির্বাচন কর্মসূচী স্থির করে এবং প্রার্থী দাঁড় করায়"– রাজনৈতিক দলের এ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন–

ক) হ্যারল্ড লাস্কি খ) আর এম ম্যাকাইভার গ) এস এম লিপসেট ঘ) হ্যারল্ড লাসওয়েল

২। রাজনৈতিক দল–

i. সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি
ii. আদর্শহীন
iii. স্থানীয় ও জাতীয়

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা (Role of Political Party)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক দিক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিনিধিত্বশীল, সংগঠন, গঠনমূলক, বিরোধীতা, অতন্ত্র প্রহরী, রাজনৈতিক সহিংসতা

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মধ্য দিয়েই সফল হয়ে থাকে। কেননা একমাত্র রাজনৈতিক দলই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সম্পর্কে R.M. McIver বলেন, রাজনৈতিক দল ছাড়া কোন আদর্শ, নীতি, নিয়মিতভাবে সাংবিধানিক ও সংসদীয় নির্বাচন, বা কোন প্রতিষ্ঠানেরই কার্যকর ও পরিচালনা সম্ভব নয়। নিম্নরূপ ভূমিকার কারণে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

(ক) নেতৃত্ব সৃষ্টি: রাজনৈতিক দলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে। যেখানে বিভিন্ন ইউনিট, বিভাগ বা পর্যায় থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কয়েক জন ব্যক্তি নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। ফলে একজন সদস্য রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে কখনও একটি ইউনিটের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ লাভ করেন। এভাবে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেবার মতো নেতৃত্বও সৃষ্টি হয়।

(খ) জনগণকে সংঘবদ্ধ করা: রাজনৈতিক দল একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি। জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে থাকেন। দলের নীতি আর্দশ ও কর্মসূচির মাধ্যমে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে।

(গ) রাষ্ট্র পরিচালনা: চূড়ান্ত বিচারে রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তারাই সাধারণত সরকার গঠন করে। এভাবে তারা নীতি আদর্শ ও নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

(ঘ) রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক এরিস্টটল এর মতে মানুষ মাত্রই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। তাই রাজনীতির প্রতি সকলের একটা আকর্ষণ থাকে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল তাদের বক্তৃতা, সেমিনার, পথসভা, নির্বাচনী প্রচার ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে থাকে। ফলে কোন নাগরিক সরাসরি রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলেও তার রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। যা তাকে আদর্শ নাগরিক হতে সহযোগিতা করে।

(ঙ) জাতীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ: বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাজনৈতিক দল দেশের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে। ফলে জাতীয় কোন সমস্যা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। সরকারি দল হলে তা সরাসরি সমাধান কার্যক্রম গ্রহণ করে অন্যদিকে বিরোধী দল হলে তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

(চ) গঠনমূলক বিরোধীতা করা: বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের কার্যক্রমের ভূলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ইস্যূতে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া অর্থহীন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসহ সকল বিষয়ে রাজনৈতিক দল সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ কওে থাকে। সাধারণ জনগণ এক ধরনের রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করে এবং রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে গণতন্ত্রেও মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়।

রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক দিক

রাজনৈতিক দল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতির তেমন উন্নতি না হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে না। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বিরোধী দল দমন করার মতো অনেক অভিযোগ উঠে।

অনদিকে বিরোধী দলগুলো সরকারি দলকে সহযোগিতা না করে বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা করে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। বিরোধী রাজনৈতিক দল অনেক সময় দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, রাজনৈতিক সহিংসতা সৃষ্টি করে থাকে।

মোটের উপর বর্তমান রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পুর্ণ নয়। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকলে দল দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক কর্মকান্ড উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে প্রমাণিত। তবে এর গুন ও দোষ উভয়ই রয়েছে। নেতৃত্ব সৃষ্টি, সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতায় যাওয়াসহ রাজনৈতিক দল অপরিহার্য অনেক কাজ করে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল সরকারকে অসহযোগিতাও করে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি থাকায় সরকারি দল বিরোধী দলগুলোকে দমনের চেষ্টা করে। বিরোধীদলও কেবল বিরোধীতার কারণে বিরোধীতা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্ ব্যবস্থার জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য?
ক) একনায়কতন্ত্র খ) মধ্যতন্ত্র গ) গণতন্ত্র ঘ) অভিজাততন্ত্র

২। রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ কারণ..... ।
i. নেতৃত্ব সৃষ্টি করে
ii. রাষ্ট্র পরিচালনা করে
iii. অযৌক্তিক বিরোধীতা করে
নিচের কোন্টি সঠিক?
ক) i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৩ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল (Political Parties of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলের অবস্থান জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	নিবন্ধন, নির্বাচন, জোট, বেসামরিকীকরণ, সম্মেলন, সভাপতি, সম্পাদক, বিভক্তি, প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে শতাধিক রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ দলেরই তেমন কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অনেকগুলো ছিল সাইনবোর্ড সর্বস্ব কোনটি বা ব্যক্তি সর্বস্ব কোনটি প্যাড সর্বস্ব। নানা কারণে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর জামানাত বাজেয়াপ্ত হত। অনেক দল নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী মনোয়নও দিতে পারে নি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন সকল রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। বর্তমানে ৪১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। তার মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দলের পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হল।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে দলটির নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করা হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুল হক ছিলেন প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও শোষণমুক্তি এ চারটি মূলনীতির উপর দলটি পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশ পুনর্গঠন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দলটি অনবদ্য অবদান রেখেছে। ১৯৮১ সাল থেকে শেখ হাসিনা দলটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান মহাজোট সরকারের মূল দল হল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী শরিক দল সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন. পি.) প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার রমনা গ্রীনে তিনি এ ঘোষণা দেন। বি.এন. পি'র দলীয় সংবিধান অনুযায়ী তাদের রাজনীতির মূলনীতি হল- সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র (অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলটি এ পর্যন্ত ১৯৭৯, ১৯৯১ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার পরিচালনা করে। দলটির বর্তমান সভাপতি বেগম খালেদা জিয়া।

জাতীয় পার্টি

তৎকালীন সেনাশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত সামরিক ক্ষমতার বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে তিনি দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি দুই বার (১৯৮৬ ও ১৯৮৮) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ দু'টি নির্বাচনই বর্জন করে। ১৯৯০ সালে অন্যান্য রাজনৈতিকগুলোর সম্মিলিত আন্দোলনে জাতীয় পার্টি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়। জাতীয় পার্টির নেতা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ স্বৈরাচার হিসেবে আখ্যায়িত হন। ২০০০ সালে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে জাতীয় পার্টি তিনটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে এরশাদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। দলটি শরীয়াভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চরম বিরোধীতা করে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে। দলটি যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। স্বাধীনতার পর দলটিকে নিষিদ্ধ করা হলেও জিয়াউর রহমান রাজনীতি করার অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে দলটিকে সুপ্রীম কোর্ট পুনরায় নিষিদ্ধ করে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ থেকে পৃথক হয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর যাত্রা শুরু হয়। দলটির লক্ষ্য হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং কৃষক-শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করার মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দলটি তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চরম বিরোধীতা করে। পরবর্তীতে দলটি বিভক্ত হয়ে খালেকুজ্জামান ভূইয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) নামে নতুন একটি দল গঠন করে। জাসদ বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের অংশীদার।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

এটি একটি সমাজতান্ত্রিক দল। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক দলের দুটি ধারা। একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা চীনপন্থী অন্যটি সোভিয়েতপন্থী। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পাটি মূলত লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক দল। ১৯৮০ সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেলেও ১৯৯২ সালে পুনরায় একত্র হয়। বর্তমানে রাশেদ খান মেনন দলটির সভাপতি। ২০১৪ সালে মহাজোট এর হয়ে নির্বাচন করে বর্তমানে সরকারের অন্তর্ভূক্ত।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক কার্ল মার্কস এর অনুসারী একটি দল। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিখিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরাধিকারী সংগঠন। ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট ইউনিট গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ দলটি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের পূর্বে দলটির কার্যক্রম নানাভাবে দমিয়ে রাখা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দলটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। সামরিক শাসন ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দলটির ভূমিকা স্মরনীয়। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম দলটির সভাপতি।

এ ছাড়া বাংলাদেশের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল হল– বিকল্পধারা বাংলাদেশ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নিবন্ধিত দশটি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে একাধিক রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের হিসাব মতে বর্তমানে ৪১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি (এরশাদ) উল্লেখযোগ্য। নতুন দলগুলোর মধ্যে বিকল্প ধারা বাংলাদেশ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নাম জানা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কয়টি?
ক) ৩১ খ) ৪১ গ) ৫১ ঘ) ৬১

২। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কোন সংস্থার অধীন?
ক) বিচার বিভাগ খ) দুর্নীতি দমন কমিশন গ) মানবাধিকার কমিশন ঘ) নির্বাচন কমিশন

পাঠ-৭.৪ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল (Democracy and Political Party)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সভা-সমাবেশ, অংশগ্রহণ, পরমত সহিষ্ণুতা, দীক্ষা, গণতন্ত্র চর্চা, নিয়মতান্ত্রিক

গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল একে অপরের পরিপূরক। গণতন্ত্র ছাড়া যেমন রাজনৈতিক দল টিকতে পারে না তেমনি রাজনৈতিক দল না থাকলে গণতন্ত্রও সম্ভব নয়। গণতন্ত্র মানে হল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সকলের অংশগ্রহণ। যা কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যদিয়েই সম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সাংগঠনিক কাঠামোর সাহায্যে এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করে। যা বর্তমান প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। গণতন্ত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো বিকশিত হতে পারে। নিম্নে গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করা হল।

নেতৃত্ব সৃষ্টি

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ত্যাগী ও আর্দশ নেতৃত্ব। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কর্মী থেকে দেশপ্রেমিক নেতা তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল হল নেতা তৈরির প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র।

রাজনীতি সচেতন জনগণ

গণতন্ত্রের জন্য সর্বাগ্রে বেশি প্রয়োজন হল রাজনীতি সচেতন জনগণ। রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচার, মিছিল, সভা সেমিনারে বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে। এভাবে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের আগ্রহ তৈরি হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গঠনমূলক বিরোধীতার অধিকারও গণতন্ত্রে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পরমত সহিষ্ণুতা

গণতন্ত্র মানেই ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা। রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একজন নাগরিক ধৈর্য্যশীল ও পরমত সহিষ্ণু হতে পারে। বিরুদ্ধ মত মূল্যায়ন করার ক্ষমতা রাজনৈতিক দল থেকেই বেশি অর্জন করা যায়।

অধিকার প্রতিষ্ঠা

গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দল উভয়ই জনগণকে অধিকার সচেতন করে।

নিয়মতান্ত্রিকতার শিক্ষা:

নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার পালা বদলের শিক্ষা গণতন্ত্রেই পাওয়া যায়। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা থাকা উচিত।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাস অতি দীর্ঘ নয়। ১৯৭১ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্ন নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক চর্চা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা ঘটে। যার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অধিক সক্রিয় হয়। ইতোপূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র

আন্দোলন গড়ে তোলে। বর্তমানে গণতন্ত্র সুসংহতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বিরোধী সব রাজনৈতিক দল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাব থাকায় রাজনৈতিক দলগুলো কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল মুদ্রার এপিট-ওপিট। গণতন্ত্রের মাত্রা দেখে যেমন রাজনৈতিক দলের অবস্থা অনুধাবন করা যায় তেমনি রাজনৈতিক দলের নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচি দেখে গণতন্ত্র মূল্যায়ন করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গনতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য কেন?

সারসংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনীতি সচেতন জনগণ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করে। তেমনি গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলের বিকাশ, জনগণকে অধিকার সচেতন করতে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল একে অপরের পরিপূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক পরস্পর..... ।

ক) নিবিড় খ) সম্পূরক গ) পরিপূরক ঘ) বিপরীত

২। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য কারণ–

i. নেতৃত্ব সৃষ্টি করে

ii. পরস্পর সহিষ্ণুতা তৈরি করে

iii. জনগণকে সচেতন করে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.৫ নির্বাচন (Election)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্বাচন কী বলতে পারবেন।
- নির্বাচনের প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- ভোটদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিনিধি, বাছাই, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, প্রকাশ্য, গোপন, স্থানীয়, জাতীয়, অবাধ, সার্বজনীন, নিরপেক্ষ, মনোনয়ন

নির্বাচন অতি পরিচিত একটি প্রত্যয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অপরিহার্য। নির্বাচন হল যেকোন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি। নির্বাচনের প্রাণ হল নির্বাচক বা ভোটার। সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত নাগরিকগণ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১০ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রার্থীগণ ইশতেহার ঘোষণা করে। তার প্রেক্ষিতে জনগণ তাদের মতামত প্রকাশ করে। ভোটারগণ প্রার্থীর যোগ্যতা ও সক্ষমতা দেখে ভোট প্রদান করে থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠান যেকোন সরকারের জন্য একটি বিশাল কর্মকান্ড। সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যেমন বাংলাদেশে ৫ বছর, আমেরিকায় ৪ বছর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের প্রকারভেদ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দুই ধরনের নির্বাচন বিদ্যমান। যেমন- প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন: যখন জনগণ সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে। যেমন- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন: জনগণ ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের (৫০ জন মহিলা) সদস্য নির্বাচিত করেন। এভাবে নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে পরোক্ষ নির্বাচন বলে। যেমন- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে সংসদ সদস্যরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। আবার ইলেক্টরাল কলেজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন।

ভোটদান পদ্ধতি

ভোটদান পদ্ধতি নির্বাচনের প্রকারভেদ এবং কোন পর্যায়ের নির্বাচন হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। যেমন- স্বল্প ভোটার বিশিষ্ট নির্বাচন অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয় এবং অধিক ভোটার বিশিষ্ট জাতীয় নির্বাচন পরোক্ষ হয়। ভোটদান পদ্ধতি বলতে বুঝায় যে পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে ভোট পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি ও গোপন ভোটদান পদ্ধতি (২) ঐচ্ছিক ভোটদান ও বাধ্যতামূলক ভোটদান (৩) একাধিক ভোটদান পদ্ধতি।

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি ও গোপন ভোটদান পদ্ধতি

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে 'হ্যাঁ' ধ্বনি বা 'হাত উঁচু করে' সমর্থন দান করে। সাধারণত জাতীয় সংসদে উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে হাত উচু করে হ্যাঁ বা না বলার মাধমে প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে প্রার্থীর বা প্রার্থীর প্রতীক অঙ্কিত একটি ব্যালট পেপার থাকে। ভোটারগণ

ভোট কক্ষে গিয়ে গোপনে পছন্দের প্রার্থীর অনুকূলে সীল মেরে তাঁর সমর্থন জানায়। পরবর্তীতে ব্যালট পেপার একত্র করে গণনার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে এটিই ভোটের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি।

ঐচ্ছিক ভোটদান ও বাধ্যতামূলক ভোটদান

ভোটদান ভোটারের ইচ্ছে নির্ভর। ফলে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করলেও সমস্যা হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে ভোটাধিকার ঐচ্ছিক। অন্যদিকে ভোট না দেওয়া আইনত দন্ডনীয় হলে তা বাধ্যতামূলক ভোটদান পদ্ধতি। সুইজারল্যান্ডে কয়েকটি ক্যান্টনে (বাংলাদেশের জেলার সাথে তুলনীয়) ভোটদান বাধ্যতামূলক।

নির্বাচনের এই দু'টি পদ্ধতিতেই 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ একই ধরনের পদের জন্য কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারেন।

একাধিক ভোটদান পদ্ধতি

এ ব্যবস্থায় প্রার্থীর যোগ্যতা বিচারে ভোটারগণ একাধিক ভোট দিতে পারে। তবে সর্বোচ্চ ভোটের একটি মাত্রা থাকে। বর্তমানে এ ধরনের পদ্ধতি তেমন একটা প্রচলন নেই।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিনিধি বাছাই বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার গঠনে নির্বাচনের বিকল্প নেই। তবে এই নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে কেমন হবে তা একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নির্বাচনের প্রকারভেদ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নির্বাচন অতি পরিচিত একটি প্রক্রিয়া। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে একাধিক পছন্দ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থী বেছে নিতে হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। আবার ভোটদান প্রকাশ্যে বা গোপনেও হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি অনুসরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে ২০১৪ সালের নির্বাচন কততম সংসদ নির্বাচন?
ক) অষ্টম খ) নবম গ) দশম ঘ) একাদশ

২। 'ক' রাষ্ট্রের সংসদে কোন বিল (আইনের খসড়া) এ সাধারণত স্পীকারের নির্দেশনায় হাত উচু করে হ্যাঁ বা 'না' বলে সংসদ সদস্যগণ পক্ষে বিপক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন। উক্ত রাষ্ট্রের সংসদে কোন্ ধরনের ভোটদান পদ্ধতি বিদ্যমান?
ক) ঐচ্ছিক খ) গোপন গ) বাধ্যতামূলক ঘ) প্রকাশ্য

পাঠ-৭.৬ নির্বাচনী সংস্থা (Electoral Management Body)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্বাচনী সংস্থা কী বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাংবিধানিক, নিরপেক্ষ, অবাধ, সার্বজনীন, ভোটাধিকার, ব্যালট, নির্বাচনী এলাকা, গেজেট, বেসরকারি।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নির্বাচনী সংস্থা থাকে। এই নির্বাচনী সংস্থা স্বাধীন, স্বতন্ত্র অথবা শাসন বিভাগের অধীনও হতে পারে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থা একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংস্থা অন্যদিকে ফ্রান্সের নির্বাচনী সংস্থা শাসন বিভাগের অধীন। নির্বাচন নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে নির্বাচনী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন ইন্ডিয়া, আমেরিকার ইলেকশন এসিস্ট্যান্ট কমিশন, যুক্তরাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজ নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থার নাম নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

গঠন

সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব কর্তব্য এবং ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত অনুচ্ছেদ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনার লইয়া বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনের গঠন কেমন হবে তার নির্দিষ্ট কোন আইন নেই। এ বিষয়টি রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারাধীন। রাষ্ট্রপতি সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে সার্চ কমিটি গঠন করেন। এ সার্চ কমিটি নির্বাচন কমিশনের জন্য যোগ্য সদস্য নির্বাচিত করে। রাষ্ট্রপতি তাদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন। তাঁরা সাধারণত ৫ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারেন। ঢাকার আগারগাঁও এ নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব একটি সচিবালয় রয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সারা দেশে কমিশনের কার্যালয় ও জনবল রয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরের সদস্যগণ নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করে থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটি সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাবলি ও অন্যান্য আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্তমানে (২০০৬) দেশে ২৬টি নির্বাচনি আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ কার্যকর রয়েছে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সংবিধানের ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩ ও ১২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন

(১) রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে

(২) রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে

(৩) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করবে

(৪) এলাকা ভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন

(৫) সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারবে

এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশনসহ সব ধরনের স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তফসিল ঘোষণা, মনোয়নপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই, নির্বাচনী আচরণ বিধি পর্যবেক্ষণ ও ভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সব বিষয়েই নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বাংলাদেশে ভোটের ফলাফল সাধারণত ঐ দিনই ভোটার ও প্রার্থীর উপস্থিতিতে প্রকাশ করতে হয়। এই ফলাফলটি বেসরকারি ফলাফল। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন গেজেট আকারে অর্থাৎ সরকারিভাবে ফলাফল প্রকাশ করে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন শাসন বিভাগের নিকট প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহযোগিতা পেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন অপরিহার্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা অনুযায়ী একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রয়েছে। কিন্তু নানাবিধ কারণে এটি এখনও তেমন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	নির্বাচনী সংস্থা বলতে কী বুঝেন?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থার নাম নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ। রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য কমিশনারদের নিয়োগ করেন। নির্বাচন কমিশন জাতীয়, স্থানীয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ গণভোট অনুষ্ঠান করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় ও জনবল রয়েছে। তবে সংবিধানের ধারা মতে নির্বাচনের সময় কমিশনের চাহিদা মোতাবেক শাসন বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কত অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে?
(ক) ১১৭ (খ) ১১৮ (গ) ১১৯ (ঘ) ১২০

২। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের কাজ হল–
i. ভোটার তালিকা প্রণয়ন
ii. নির্বাচন অনুষ্ঠান করা
iii. রাজনৈতিক দল গঠন করা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কতটি?

(ক) ৪৫ (খ) ৫০ (গ) ৩০০ (ঘ) ৩৫০

ছকটি মনযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের সমাধান করুন

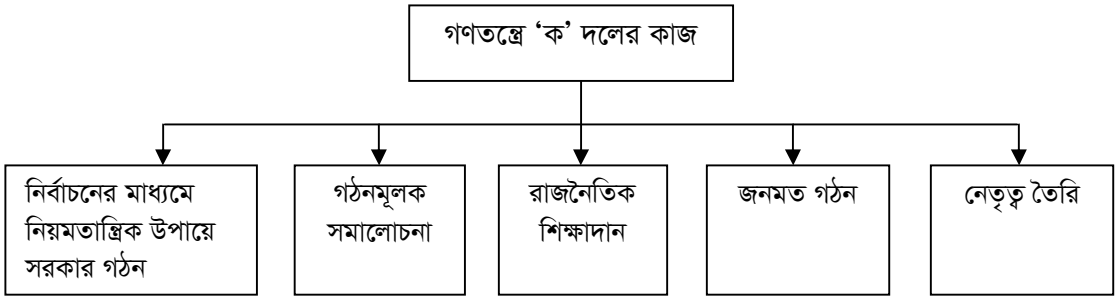

২। গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ-

i. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।

ii. দলীয় কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।

iii. সরকারের কাজে বিরোধী দলের গঠনমূলক বিরোধীতা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। ছকের দলটির ভূমিকাগুলো পালন করতে সহজ হবে-

(ক) রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (খ) সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়

(গ) একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (ঘ) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

২০০৮ সালে বাংলাদেশে নবম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ময়মনসিংহের একটি আসন থেকে 'ক' ও 'খ' প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তারা ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে তাদের সমস্যার কথা শোনেন। এছাড়াও তারা নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে মিটিং, সভা, মাইকিং ও মিছিল কর্মসূচি পালন করেন। নির্বাচনে ভোটারগণ 'ক' ব্যক্তিকে সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান মনে করে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেন।

(ক) কোন সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ?

(খ) রাজনৈতিক মূল লক্ষ্য কোনটি?

(গ) 'ক' ব্যক্তিকে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হয়? বর্ণনা দিন।

(ঘ) নির্বাচনে 'ক' ও 'খ' প্রার্থীর কাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলের কোন কোন প্রধান কাজের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১ : ১। ঘ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬ : ১। খ ২। খ